ইংলিশ প্রিমিয়ারশিপ

শিরোপা দৌড়ে চার দল

লিখেছেন **নোমান মোহাম্মদ**

এক দশকেই পাল্টে গেলো দৃশ্যপট। বিশ্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ক্লাব ফুটবল এখন ইংলিশ প্রিমিয়ারশিপ। অথচ ১০-১২ বছর আগেও এই প্রিমিয়ারশিপ ছিল একঘেয়ে, বিরক্তিকর ফুটবল প্রদর্শনী। লং পাসে 'টিপিক্যাল ইংলিশ ফুটবল' খেলা হতো সেখানে। যেটা মোটেও দৃষ্টি সুখকর ছিল না। প্রিমিয়ারশিপ তাই আকর্ষণ করতো না বাইরের খেলোয়াড়-দর্শকদের।

তখনই ধীরে ধীরে নিজেদের খেলার স্টাইল পাল্টে ফেললো ক্লাবগুলো। প্রচুর অর্থ খরচ করে বিদেশী অ্যাটাকিং ফুটবলার নিয়ে আসা হলো। পরিবর্তন করলো মানসিকতা। পাল্টে গেলো খেলার স্টাইল। দর্শক আগ্রহ ঘুরে গেলো প্রিমিয়ারশিপের দিকে। সেই সময়ের সেরা ইটালিয়ান সিরি-এ এখন নির্জীব। জার্মান বুন্দেসলীগা বা ফ্রেঞ্চ লীগ ওয়ানও এখন প্রিমিয়ারশিপের তুলনায় ম্লান। খেলার মানে স্প্যানিশ প্রিমেরা লীগা হয়তো প্রিমিয়ারশিপের চেয়ে একটু এগিয়ে থাকবে। কিন্তু স্পন্সর আগ্রহ, দর্শক আকর্ষণ, খেলার মান- সবকিছু বিবেচনা করলে ইংলিশ প্রিমিয়ারশিপ প্রতিদ্বন্দ্বীহীন।

ধরার সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফুটবল লীগের নতুন মৌসুম শুরু হয়েছে। শিরোপা লড়াইয়ে আছে আর্সেনাল, চেলসি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, লিভারপুলের মতো ক্লাব। আবার ক্রিস্টার প্যালেস, নরউইচ সিটি, ওয়েস্টব্রমউইচ অ্যালবিয়ান, সাউদাম্পটন লড়বে রেলিগেশন এড়ানোর জন্য। মিডলস্ ব্রা, নিউক্যাসেল, ম্যান সিটি ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় নিজেদের দেখতে চায়। সব মিলিয়ে প্রিমিয়ারশিপের ক্লাবগুলোর প্রত্যাশা ভিন্ন ভিন্ন। প্রাপ্তির সম্ভাবনায়ও তাদের স্বতন্ত্র অবস্থান।

আর্সেনাল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন। শিরোপা ধরে রাখার ক্ষেত্রেও তারা সবচেয়ে বড় ফেবারিট। তবে এখানে একটা 'কিন্তু' ছিল। 'কিন্তু'টা প্যাট্রিক ভিয়েরা। তিনি আর্সেনালে থাকায় গানার্সদের শিরোপা রক্ষা যতোটা সহজ হবে, চলে গেলে হতো ততোটাই কঠিন। তখন চেলসি ও ম্যান ইউ'র যে কেউ তাদের পেছনে ফেলতে সক্ষম। গানার্সদের জন্য ভিয়েরা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে রিয়াল মাদ্রিদে না যাওয়ায় আর্সেনাল ভক্তরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

অবশ্য ভিয়েরা ছাড়াও আর্সেনাল চমৎকার দল। তাদের টিম স্পিরিট উদাহরণযোগ্য। সর্বশেষ মৌসুমে তারা ৩৮টি ম্যাচের একটিতেও হারেনি। গত ১০০ বছরের মধ্যে ইংলিশ লীগের কোনো ক্লাবের এই রেকর্ড নেই। গানার্সদের রয়েছে আর্সেন ওয়েঙ্গারের মতো দুর্দান্ত ম্যানেজার। ট্যাকটিশিয়ান হিসেবে যার জুড়ি নেই। দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে তিনি খুব ভালোভাবে চেনেন। বিপক্ষের খেলা নিয়ে প্রচুর স্টাডি করেন। ফলে জানেন কোন দলের বিপক্ষে কিভাবে খেলতে হবে। গানার্সদের

বড় এক ভরসা ওয়েঙ্গার।

বিস্ময়কর কিছু ফুটবল প্রতিভা আর্সেনালে খেলছেন। সবচেয়ে বড় বিস্ময় নিঃসন্দেহে থিয়েরে অঁরি। তীব্র গতি ও অসাধারণ ফিনিশিং পাওয়ার সম্পন্ন অঁরি বিরল এক প্রতিভা। মুহূর্তের ম্যাজিকে যেকোনো ম্যাচের ফলাফল তিনি আর্সেনালের পক্ষে নিয়ে আসতে পারেন। এ ছাড়াও ডেনিস বার্গক্যাম্প, সোল ক্যাম্পবেল, লেম্যান, অ্যাশলে কোল, রবার্ট পিরেস, অ্যান্টনিও রেয়েস এডু, জিলবার্টো সিলভার মতো বিশ্বমানের ফুটবলাররা দলে আছেন। রুবেন ভ্যান পারসি, ম্যাথু ফ্ল্যামিনিকে দলে ভিড়িয়ে গানার্সরা শক্তিবৃদ্ধি করেছে। সে কারণে কানু, মার্টিন কিওন, ভ্যান ব্রং কোস্ট, রে পার্লার, ফ্রান্সিস জেফার্সকে ছেড়ে দিয়েও তারা খুব চিন্তিত নয়। আর্সেনালকে তাই শিরোপাবঞ্চিত করতে হলে চেলসি কিংবা ম্যান ইউকে নিজেদের ১১০% খেলার পাশাপাশি গানার্সদের শতভাগ না খেলার প্রার্থনা করতে হবে।

হুয়ান সেবাস্টিয়ান ভেরন, হার্নান ক্রেসপো, জিমি ফ্লয়েড হাসেলব্যাংক, মার্সেল ডেসাইলি, এমানুয়েল পেটিট, জেনডেন- নামগুলো আরেকবার পড়ুক। এখনো এদের যে কাউকে পেলে বর্তে যাবে ইউরোপের অনেক বাঘা বাঘা ক্লাব।

অথচ চেলসি কি না এদের ছেড়ে দিয়েছে! এই চেলসিই প্রিমিয়ারশিপে আর্সেনালের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেব আবির্ভূত হবে।

এতসব তারকা খেলোয়াড় ছাড়ার পরও এ মৌসুমে চেলসির এতটুকু শক্তি হ্রাস পায়নি। কেননা একঝাঁক নতুন খেলোয়াড়ও তারা দলে এনেছে। ট্রান্সফার মার্কেটে খরচ করেছেন প্রায় ১০০ মিলিয়ন পাউন্ড। সব পজিশনে এসেছে নতুন খেলোয়াড়। চেক গোলরক্ষক পিটার চেক এসেছেন রেনেস থেকে। ডিফেন্সে পাওলো ফেরেরা, রিকার্ডো কারভালহো, মিডফিল্ডে টিয়াগো মেন্ডেজ, আরহা রুবেন এবং আক্রমণভাগে ডিডিয়ের দ্রগবা, ম্যাটজা কেজম্যানকে কিনেছেন। প্রত্যেকেই প্রিমিয়ারশিপে নতুন। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারলে ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ হিসেবে বিপক্ষের জন্য এরা আবির্ভূত হতে পারেন। ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পার্ড, ওয়েইন ব্রিজ, জন টেরি, ক্লড ম্যাকলেলে, আইভার গুডিয়নসন, ডেমিয়েন ডাফ, জো কোলরা তো দলে রয়েছেনই। তবে গ্রীষ্মে চেলসির সবচেয়ে বড় শপিং নিঃসন্দেহে হোসে মারিনহো। চ্যাম্পিয়ন্স লীগ জয়ী পোর্তোর কোচকে দলে ভিড়িয়ে রোমান আব্রামোভিচ প্রমাণ করেছেন তার হাতে শুধু টাকাই নেই, মাথায় বুদ্ধিও আছে। মারিনহো জানেন কিভাবে শিরোপা জিততে হয়। তিনি যদি চেলসিকে ৫০ বছরের মধ্যে প্রথম শিরোপা এনে দিতে পারেন, তাহলে অবাক হবার কিছু থাকবে না।

ইংলিশ লীগ, ইংলিশ প্রিমিয়ারশিপে রূপান্তরিত হবার পর সবচেয়ে সফল দল তারা। অথচ এবারের মৌসুমের শুরুতেই সেই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ব্যাকফুটে। ফেবারিটদের শীর্ষ ২-এ তারা কোনোভাবেই ঢুকতে পারছে না।

প্রথম কারণ, তারা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে না। গত মৌসুমের শেষটা ম্যান ইউ'র খুব বাজে হয়েছিল। আর্সেনাল ও চেলসির পেছনে থেকে ৩য় হয়েছে ঠিকই। কিন্তু ঐ দু'ক্লাবের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান ছিলো সমর্থকদের জন্য পীড়াদায়ক। আর্সেনাল তাদের মূল দল ধরে রেখেছে। অর্থাৎ তাদের শক্তি হ্রাস ঘটেনি। দ্রগবা, কারভালহোদের কিনে করেছে শক্তিবৃদ্ধি করেছে চেলসি। অথচ ম্যান ইউ শুধু স্ট্রাইকার অ্যালান স্মিথ ও ডিফেন্ডার গ্যাব্রিয়েল হাইঞ্জকে কেনা ছাড়া ট্রান্সফার মার্কেটে ছিল না। অবশ্য এ কথা ঠিক ,ম্যান ইউ'র রয়েছে পরীক্ষিত একদল খেলোয়াড়। যারা বছরের পর বছর ম্যান ইউকে বড় বড় শিরোপা এনে দিয়েছেন। রয় কিন, রায়ান গিগস্, নেভিল ব্রাদার্স, পল স্কোলসদের ওপর এখনো ভরসা

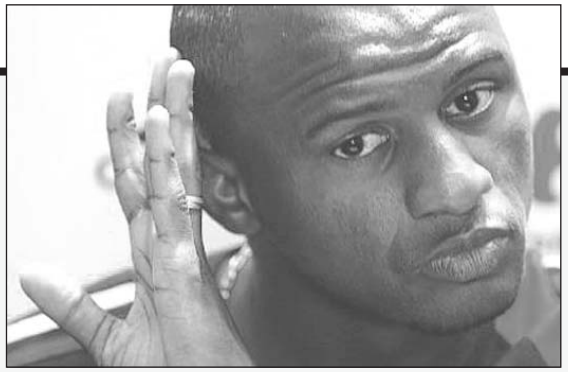

কমেন্টস্ অন ভিয়েরা

শেষ পর্যন্ত আর্সেনালে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন প্যাট্রিক ভিয়েরা। এর আগে তাকে নিয়ে প্রতিদিনই নিত্যনতুন খবর বেরোতো। মিডিয়া মুহূর্তে তাকে রিয়াল মাদ্রিদে বিক্রি করতো। আবার পর মুহূর্তেই আর্সেনালে রেখে দিতো।

ভিয়েরার ট্রান্সফার নিয়ে আমাদের এ লেখা নয়। আর্সেনাল ছেড়ে রিয়ালে যোগ দেবার খবরে তাকে নিয়ে বিভিন্নজনের কমেন্টস্ দেয়া হলো এখানে। কমেন্টস্গুলো পড়লেই পাঠক বুঝতে পারবেন আর্সেনাল, রিয়াল মাদ্রিদ উভয় ক্লাবের জন্য ভিয়েরা কেন এতো গুরুত্বপূর্ণ।

■ ভিয়েরা একজন অসাধারণ খেলোয়াড়। নিজের পজিশনে তিনি বিশ্বসেরা।
- ফ্লোরেন্টিনা পেরেজ, প্রেসিডেন্ট, রিয়াল মাদ্রিদ

■ আমাদের ক্লাবের জন্য ভিয়েরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
-এমিলিও বুত্রাগুয়েনো, ডিরেক্টর অব ফুটবল, রিয়াল মাদ্রিদ

■ আমি কখনোই বলিনি সে (ভিয়েরা) আমাদের টার্গেট। তাকে দলে টানার নিশ্চয়তা কখনোই দিইনি। আমি শুধু বলেছি, ভিয়েরা একজন 'ইন্টারেস্টিং প্লেয়ার'।
-এমিলিও বুত্রাগুয়েনো

■ দুঃখিত। এ বিষয়ে আমি কোনো কথা বলবো না, চাপাচাপি করবেন না। ট্রান্সফার সম্পর্কে কথা বলার জন্য এটা আদর্শ সময় নয়।
-প্যাট্রিক ভিয়েরা, মিডফিল্ডার, আর্সেনাল

■ ভিয়েরা আমাদের সঙ্গেই থাকবে। তার আর্সেনাল ছাড়ার প্রশ্নই আসে না।
-আর্সেন ওয়েঙ্গার, ম্যানেজার, আর্সেনাল

■ আমরা চাই সে (ভিয়েরা) যেন আমাদের সঙ্গে থাকে। কিন্তু যদি সে যেতে চায়, তাহলে তার জন্য দরজা খোলা রয়েছে। আর্সেনালের প্রতি পূর্ণ কমিটমেন্ট না থাকলে তাকে আমাদের প্রয়োজন নেই। আমি তার সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছি।
-আর্সেন ওয়েঙ্গার

■ ভিয়েরাকে রিপ্লেস করা সম্ভব না। হোল্ডিং মিডফিল্ডার হিসেবে তারচেয়ে ভালো কোনো খেলোয়াড় এ মুহূর্তে নেই। আমাদের (আর্সেনাল) পক্ষে সে অসাধারণ খেলেছে। পারফরমেন্সের পুনরাবৃত্তিও তার দ্বারা সম্ভব। ভিয়েরা আমাদের সেরা খেলোয়াড়।

করা যায়। ম্যান ইউ'র সাফল্যের পথে বড় অন্তরায় হতে পারে প্রথম একাদশের খেলোয়াড়দের অনুপস্থিতিতে। রুড ভ্যান নিস্টলরয়, লুইস সাহা, ওলে গানা সোলসকায়ার, ওয়েস ব্রাউন, ক্লেবারসন- ইনজুরির কারণে সবাই মাঠের বাইরে। অলিম্পিক ফুটবলে অংশ নেবার জন্য রোনাল্ডো, হাইঞ্জ এবং সাসপেনশনের কারণে রিও ফার্দিনান্ডকেও মৌসুমের শুরুতে পাবে না রেড ডেভিলস্‌রা। সব মিলিয়ে আক্ষরিক অর্থেই তারা ব্যাকফুটে। এখন তাদের সর্বশেষ ভরসা স্যার অ্যালেক্স। বছরের পর বছর তার 'ম্যাজিক' বার বার উদ্ধার করেছে ম্যান ইউ'কে। দলের এতো নাজুক অবস্থা থাকার পরও শিরোপার দাবিদার হিসেবে রেড ডেভিলস্‌দের হিসাবের খাতা থেকে একেবারে বাদ দেয়া যাচ্ছে না 'স্যার অ্যালেক্স ম্যাজিক'-এর কারণেই।

লিভারপুলের সবচেয়ে বড় ক্রয়ও তাদের ম্যানেজার রাফায়েল বেনিটেজ। ভ্যালেন্সিয়ার সাবেক এই কোচ স্প্যানিশ ক্লাবটিকে এনে দিয়েছেন প্রিমেরা লীগা। দু'বার তুলেছেন চ্যাম্পিয়ন্স লীগের ফাইনালে। অর্থাৎ বড় আসরে সাফল্য পাবার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ বেনিটেজ। লিভারপুলে তার প্রাথমিক টার্গেট থাকবে ক্লাবকে শীর্ষ ৩-এ নিয়ে যাওয়া। আর্সেনাল, চেলসি, ম্যান ইউ'র মধ্যে যেকোনো ক্লাবকে পেছনে ফেলা বেনিটেজের জন্য বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

মাইকেল ওয়েনের বিদায় তার কাজকে কঠিন করে তুলবে নিঃসন্দেহে। কেরিয়ারের শুরু থেকে এ ক্লাবে খেলে ক্লাবের সমার্থক হয়ে গিয়েছিলেন ওয়েন। তার স্ট্রাইকিং পার্টনার এমিয়েল হেস্কি ও মিডফিল্ডার ড্যানি মারফিও দল ছেড়েছেন। এরপরও বেনিটেজের হাতে কুশলী কিছু খেলোয়াড় থাকবে। জর্জি ডুডেক, সামি হিপিয়া, রিসে, হ্যারি কিওল, স্টেফান জেরার্ড, ডিটমার হামানদের ঠিকমতো পরিচালনা করতে পারলে ফলাফল ইতিবাচক হতে বাধ্য। ওয়েন চলে গেলেও জিব্রেল সিসে, মিলান বারোস বিপক্ষের রক্ষণভাগে ত্রাস ছড়াতে সক্ষম। এবার হয়তো অল রেডস্‌রা শিরোপার আশা করবে না। তবে পরবর্তী মৌসুমে শিরোপাস্বপ্ন দেখার জন্য এ মৌসুমে অবশ্যই ভিত্তি স্থাপন করতে চাইবে। সে জন্য এবার শীর্ষ ৩-এ ঢোকা তাদের জন্য এতো জরুরি।

এ ৪টি দলের বাইরে অন্যরা শিরোপার ধারে কাছেও যেতে পারবে না। তবে পয়েন্ট টেবিলে ভালো অবস্থানে থাকতে চাইবে। মিডস্ ব্রা'র টার্গেট মিড টেবিলে সবচেয়ে ভালো পজিশন। অর্থাৎ ৫ম পজিশনের জন্য লড়বে তারা। দলবদলে তারা বেশ মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছে। জিমি ফ্লয়েড হ্যাসেলব্যাংক, মাইকেল রাইজেগার, রে পার্লার, বুডেউইন জেনডেনকে তারা দলে ভিড়িয়েছে ট্রান্সফার ফি ছাড়া। ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ডে লিড্‌স থেকে কিনেছে মার্ক ভিদুকাকে। এছাড়া দলে রয়েছে গাইজকা মেনডিয়েটার মতো প্লে-মেকার। স্যার অ্যালেক্সের এককালীন সুযোগ্য সহকারী স্টিভ ম্যাকলারেন দলটির ম্যানেজার। তিনি দলের লক্ষ্য পূরণে সফল হবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আরেক কুশলী ম্যানেজার নিউক্যাসেলের স্যার ববি রবসন। ম্যাগপাইদের হয়ে এটা তার শেষ মৌসুম। অ্যালান শিয়েরার, লরেন রবার্ট, শে গিভেন থেকে শুরু করে দলে নতুন আসা প্যাট্রিক ক্লাইভার্ট, নিকিবাটরা ম্যানেজারের শেষ মৌসুম সাফল্যে ভরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর।

এদের বাইরে জ্যাকুয়েস সান্টিনির টটেনহাম, ডেভিড ও'লিয়ারির অ্যাস্টন ভিলা, স্যাম অ্যালাডাইসের বোল্টন, অ্যালান কুর্বিশলির চার্লটন, ক্রিস কোলম্যানের ফুলহাম, স্টিভ ব্রুসের বার্মিংহাম, কেভিন কিগানের ম্যানচেস্টার সিটি, গ্রায়েম সুনাসের ব্লাকবার্ন রোভার্স- প্রতিটি ক্লাবই নিজেদের শীর্ষ ১০-এ দেখতে চাইবে। অন্যদিকে এভারটন, ক্রিস্টাল প্যালেস, নরউইচ সিটি, পোর্টসমাউথ, সাউদাম্পটন ও ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ান- প্রত্যেকের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য থাকবে রেলিগেশন এড়ানো।

কেউই তাদের সেরা খেলোয়াড়ের দলবদল চায় না।
ডেনিস বার্গক্যাম্প, ফয়োয়ার্ড, আর্সেনাল

■ প্রেসিডেন্ট (ফ্লোরেন্টিনা পেরেজ) আমাকে ভিয়েরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলো। অন্য সবার মতো আমিও বলেছি, তার পজিশনে ভিয়েরা বিশ্বসেরা। যদিও তিনি-ই (পেরেজ) বস্। ভিয়েরার রিয়ালে আসার ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
-জিনেদিন জিদান, মিডফিল্ডার, রিয়াল মাদ্রিদ

■ ভিয়েরা একজন গ্রেট খেলোয়াড়। আমাদের মাঝে তাকে পাওয়া হবে চমৎকার এক ব্যাপার।
- রোনাল্ডো, ফরোয়ার্ড, রিয়াল মাদ্রিদ

■ আমি চাই ভিয়েরা রিয়াল মাদ্রিদ ক্লাবে আসুক। ক্লাব পর্যায়ে আমি তার সঙ্গে খেলতে আগ্রহী।
- ডেভিড বেকহাম, মিডফিল্ডার, রিয়াল মাদ্রিদ

■ আমরা সবাই বুঝতে পারছি, কেন প্যাট্রিক রিয়ালে যেতে চাচ্ছে। সে বড় কিছু জিততে চায়।
-রবার্ট পিরেজ, মিডফিল্ডার, আর্সেনাল

■ আমাকে ভুলভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্যাট্রিকের অবস্থা সম্পর্কে আমি কখনোই কিছু বলিনি। তার সম্পর্কে কোনো মতামত দিতে পারবো না। কেননা, প্যাট্রিক সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধাবোধের মাত্রাটা বেশি রকম উঁচু। আর্সেনালের আর সবার মতো আমিও আশা করবো সে যেন আমাদের ছেড়ে না যায়।
-রবার্ট পিরেজ

■ ক্লড ম্যাকলেলেকে বিক্রি করার পর তার মানের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার আমরা পাইনি। ভিয়েরা হচ্ছে এরকম একজন খেলোয়াড়, যার মধ্যে ডিফেন্সিভ সবগুলো গুণই আছে। পুরো দলের জন্য ম্যাকলেলে ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ মৌসুমে ভিয়েরার মতো মহান খেলোয়াড়ই কেবল তার (মোকলেলে) রিপ্লেসমেন্ট হতে পারে।
-ইভান হেলগুয়েরা, ডিফেন্ডার, রিয়াল মাদ্রিদ

■ আর্সেনালের জন্য প্যাট্রিক একজন 'বিগ, বিগ প্লেয়ার'। রিয়াল তাকে কেন চায় সেটা সহজেই অনুমেয়। প্যাট্রিক শক্তিশালী। মধ্যমাঠকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একই সঙ্গে ফরোয়ার্ডদের পাস দেয়াতেও দক্ষ। সবচেয়ে বড় কথা হলো, প্যাট্রিক ভিয়েরা আর্সেনালের প্রতীক। যদি সে ক্লাব বদলায়, তাহলে আর্সেনালও পরিবর্তিত হবে। আর্সেনাল দলের ৪০% ভিয়েরা। যদি সে রিয়ালে যায়, তাহলে এই ৪০% আর্সেনাল অবশ্যই মিস্ করবে।
-ক্লড ম্যাকলেলে, মিডফিল্ডার, চেলসি

■ পুরো গ্রীষ্ম আমি রিয়াল মাদ্রিদে যাওয়া নিয়ে ভেবেছি। কিন্তু আর্সেনালের প্রতি ভালোবাসার বন্ধনটা এতো শক্তিশালী যে, সেটা আমি ছিঁড়তে পারিনি। তাই আমি আর্সেনালেই থাকছি।
-প্যাট্রিক ভিয়েরা, মিডফিল্ডার, আর্সেনাল

■ প্যাট্রিকের সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য বিরাট এক স্বস্তি। এটা খেলাধূলার ইতিহাসের বিরল প্রায় মুহূর্তগুলোর একটি, যখন অর্থ সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর হয়নি।
-আর্সেন ওয়েঙ্গার, ম্যানেজার, আর্সেনাল